মেহেরপুরে উন্নয়নের ওয়াকওয়ে; ভৈরব পাড়ে চাপা কান্না

মেহেরপুর ভৈরব নদ পুন:খনন ২য় পর্যায়ের প্রকল্পের আওতায় ওয়াকওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত জমির মালিকদের চাপাকান্নায় এলাকার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, সৌন্দর্য বর্ধণের লক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে সদর উপজেলা হয়ে মুজিবনগরের কিছু অংশ পর্যন্তÍ ভৈরব নদের দুই পাশে ১৬.৮ কিলোমিটার ওয়াকওয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১০ কোটি ৬০ লাখ টাকা। যে কাজটি পেয়েছে কুষ্টিয়ার সৈকত এন্টার প্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান। তাদের কাজটি দেখভাল করছেন মেহেরপুরের আর আর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রাহিনুরজামান পোলেনসহ চারজনের একটি গ্রুপ।

গতকাল সোমবার ভৈরব নদের ওয়াকওয়ের কাজ পরিদর্শনে গিয়ে দেখা যায়, ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা নিয়ে নদের তীরবর্তি মানুষের চাপা কান্না। না পারছে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে, না পারছে জমি হারানোর ব্যথা সইতে। যাদবপুর গ্রামের প্রায় ২০ থেকে ২৫ জনের মালিকানা জমি ওয়াকওয়ের জন্য হারাতে হচ্ছে। তারা কোথাও কোন সদুত্তর পাচ্ছেন না।

অপরদিকে, ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ পরিদর্শনে দেখা গেছে, গাথুনিতে লোকাল বালি ব্যবহার করা হচ্ছে। যা ফিলিংয়ের কাজে ব্যবহার করার কথা। ১:৪ অনুপাতে সিমেন্ট ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও স্থানীয়রা জানান, ১:১০ ভাগেও সিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না। ফলে নির্মাণকাজ স্থায়ী হবে না বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। গাংনী উপজেলার সহগলপুর থেকে সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া পর্যন্ত যে অংশে ওয়াকওয়ে করা হয়েছে তানিয়েও স্থানীয়দের অভিযোগ রয়েছে। ওয়াকওয়ে কোন লেভেল করা হয়নি। উন্নয়নের নামে শুধু সরকারের টাকা নষ্ট হচ্ছে। ক্ষমতাসীনদের ভয়ে কিছুই বলা যাচ্ছে না। বলেও কিছু হচ্ছে না বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেন।

যাদবপুর গ্রামের আব্দুল আজিজ বলেন, তিনি ২০১৩ সালে ১৮ কাঠা জমি

কিনেছেন। যা সিএস, এসএ ও আরএস রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত আছে। ওই জমিতে বিভিন্ন ফলের বাগান ছিলো। ওয়াকওয়ে করার জন্য আমার বাগান কেটে জমি নিয়ে নেওয়া হয়েছে। জমি নেওয়ার আগে কোন ধরণের নোটিশও দেওয়া হয়নি। কিছু বলতে গেলে পোলেন মাস্তান বাজে ভাষায় গালিগালাজ করে এবং হুমকি দেয়।

একই গ্রামের নাসির উদ্দিন বলেন, তার ১একর ১৩ শতকসহ ৭ ভাইয়ের ৩ একর ৩২ শতক জমি ওয়াকওয়ের জন্য নিয়ে নেওয়া হয়েছে। ওয়াকওয়ের কাজ শুরুর আগে জেলা প্রশাসকের কাছে কাজ বন্ধ রাখার জন্য আবেদন করেও কোন ফল পাননি বলে অভিযোগ করেন।
তিনি আরো বলেন, ভৈরবের উপর দিয়ে রাস্তা করবে পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাজ করার আগে জরিপ করলো না কেন। পরে একদিন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউএনও, এসি ল্যাণ্ড এসে ঠিকাদারদের বললেন ওয়াকওয়েটা একটু নিচ দিয়ে করতে, কিন্তু ঠিকাদাররা কথা না শুনে উপরদিয়ে করে আমাদের জমি দখল করে নিয়েছে। কিছু বলতে গেলে ঠিকাদার পোলেনসহ তার লোকজন তেড়ে তেড়ে মারতে আসে।

মেহেরপুর শহরে
ঘাটপাড়ার রাফিউল
ইসলাম বলেন,
তাদের সাড়ে তিন
বিঘা জমির মধ্যে
প্রায় এক বিঘা
জমি ওয়াকওয়ের
জন্য নিয়ে নেওয়া
হয়েছে। পৌর
এলাকার জমি অনেক
টাকা দিয়ে আমাদের
বাপ-দাদারা
কিনেছেন। এখন সেই
জমি উন্নয়নের নামে ওয়াকওয়ের জন্য দিয়ে দিতে হচ্ছে। এভাবে অনেকের জমি এতে চলে যাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্থরা পৌর মেয়রের কাছে আবেদন করলে মেয়রের হস্তক্ষেপে শহরের অংশে কাজ বন্ধ রয়েছে।

গাংনী উপজেলার সহগলপুর গ্রামের নাসিম আহমেদ বলেন, ওয়াকওয়ে খুব বাজেভাবে কাজ করা হয়েছে। রাস্তার কোন লেভেল করা হয়নি। ফলে খুব দ্রুত ওই রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে। উন্নয়নের নামে সরকারের টাকা নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সৈকত এন্টারপ্রাইজের ব্যবস্থাপক জাকির হোসেন ওয়াকওয়ের কোন কাজ চলছে বলে স্বীকার করতে চাচ্ছিলেন না। পরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের কথা বললে তিনি জানান, মামনু, পোলেনসহ কয়েকজন দেখা শুনা করছেন। অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ফোনে কথা না সরাসরি দেখা করে কথা জানাবেন বলে জানান।

মেহেরপুর পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুল হান্নান প্রধান বলেন, পানি আইন ২০১৩ অনুযায়ী নদের কিনারা থেকে ১০ মিটার (৩৩ ফুট) পর্যন্ত জমি নদের অর্থাৎ খাস খতিয়ান হয়ে যাবে। ওই জমি অন্য যে কারো নামে, এমনি যে কোন রেকর্ড থাকলেও সেটি নদী বা নদের মালিকানায় আসবে। তবে ভৈরব নদের পাড়ে যেগুলো এমন আছে সেগুলো এতদিনে সংশোধন হওয়া দরকার ছিলো।

ওয়াকওয়ে নির্মানের বিষয়ে তিনি বলেন, সিডিউল অনুযায়ী যে মানের নির্মাণসামগ্রী এবং যেভাবে নির্মান করার কথা বলা হয়েছে সেভাবেই কাজ দেখে নেওয়া হবে। এর ব্যত্যয় মেনে নেওয়া হবে না।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের প্রেস ব্রিফিং

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আশ্রয়ন-২ প্রকল্পে গৃহ হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন, সম্প্রীতি অনুষ্ঠিত আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ নির্বাচন, মহান স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস উদযাপনের প্রস্তুতি, আসন্ন রমজান উপলক্ষে বাজার স্থিতিশীল রাখা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়।

সোমবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই প্রেস ব্রিফিং এর আয়োজন করা হয়।

ডিসি বলেন, মুজিববর্ষ উপলক্ষে ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত ঘোষনার অংশ হিসেবে মেহেরপুর জেলায় সর্বমোট ১১৭টি গৃহ (মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৬১টি, গাংনী উপজেলায় ৪৭টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৯টি) হস্তান্তর করা হচ্ছে। ৪টি পর্যায়ে মেহেরপুর জেলায় এখনও পর্যন্ত

নির্মিত গৃহের সংখ্যা সর্বমোট ৩৯৯টি (মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৯২টি, গাংনী উপজেলায় ১৬৫টি ও মুজিবনগর উপজেলায় ৪২টি)।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, মেহেরপুর সদর উপজেলা ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাকী, ।

সাংবাদিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফারুক হোসেন, বাসসের সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন, দৈনিক ভোরের কাগজ সাংবাদিক মর্তুজা ফারুক রূপকসহ মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের বিভিন্ন সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে ৩ দিনের কৃষি মেলা শেষ এক দিনেই!

টেকসই কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ির আয়োজনে,১৮ ই মার্চ শনিবার মুজিবনগরে আম্রকাননে ৩ দিনব্যাপী কৃষক সমাবেশ ও কৃষি মেলার উদ্বোধন করা হয়। জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর ১ আসনের সাংসদ ফরহাদ হোসেন প্রধান অতিথি থেকে মেলার উদ্বোধন করেন ।

উপজেলা কৃষি বিভাগ থেকে জানানো হয় ১৮ মার্চ থেকে ২০ মার্চ পর্যন্ত মেলা ও কন্দাল ফসল প্রদর্শনী করা হবে।বিভিন্ন সংবাদ পত্র,অনলাইন পোর্টালে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রকাশিত সংবাদে ৩ দিন মেলা হবে সে তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া ব্যানারেও সে তথ্য দেওয়া ছিল। কিন্তু ১৮ মার্চ উদ্বোধনের পর আমন্ত্রিত অতিথি বৃন্দ চলে যাওয়ার সাথে সাথে মেলার স্টলসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ করে দেই উপজেলা কৃষি বিভাগ।
কি কারণে বন্ধ হলো এমন কথা জানতে চাইলে মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি বিভাগ এবং মুজিবনগর কৃষি বিভাগ থেকে তেমন কোন সদুত্তর দিতে পারিনি। কৃষি বিভাগের দাবি উর্ধতন কতৃপক্ষের আদেশেই মেলা বন্ধ

করা হয়ছে।
কোন ঘোষনা ছাড়াই হটাৎ মেলা বন্ধ হওয়া ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকার কৃষকরা। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে সরকার সে উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান, মানিকনগর, ভবেরপাড়ার বেশ কয়েকজন কৃষক জানান, উদ্বোধনের দিন শুনলাম তিনদিন থাকবে। কিন্তু গত রবিবার সকালে মেলা স্থলে গিয়ে কোন কিছুই দেখা যায়নি। কন্দাল ফসলের চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের বর্ধিত জনগোষ্টির খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং পুষ্টিমান উন্নয়ন করা। প্রকল্প এলাকায় কন্দাল ফসলের আবাদ বাড়ানো, বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবিত আলু, মিষ্টি আলু, গুলকচু, মুখীকচু, লতিকচু, কাসাভা ও গাছ আলুর প্রমানিতজাতগুলো সম্প্রসারণ করা। এছাড়াও সুবিধাবঞ্চিত ও সিডর-আক্রান্ত এলাকায় প্রশিক্ষন, উদ্বুদ্বকরণ, প্রদর্শনী কার্যক্রমরে মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা। উন্নত জাতের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, বীজ সংরক্ষন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিদেশে কন্দাল ফসল রফতানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা এই প্রবল্পের উদ্দেশ্য। কিন্তু মুজিবনগরের আম্রকাননে কৃষিমেলার হটাৎবন্ধ হওয়ায় এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হবে কিনা এমন প্রশ্ন অনেকের।

কন্দাল ফসল চাষের উপযোগী মাটি, জলবায়ু ও চাষের চাহিদার ওপর ভিত্তিতে দেশের আট বিভাগের ৬০ জেলার ১৫০ টি উপজেলাকে এই প্রকল্পের এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে। তার মধ্যে মুজিবনগর একটি।

মেহেরপুর কৃষি বিভাগের দেওয়া তথ্য অনুযায়ি এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৬ কোটি ৩১ লাখ ৮৯ হাজার টাকা। এই প্রকল্পের আওতায় ৬ হাজার ৯শ ৮১ ব্যাচ কর্মকর্তা-কর্মচারি, কৃষক, স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষন দেয়া, ২ হাজার ৮৪৪টি কৃষক মাঠ দিবস, ৪৫০ ব্যাচ উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ এবং ৩০০টি কৃষিমেলার আয়োজন করার কথা। আগামী ডিসেম্বরে এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা কৃষি অফিসার এবং মুজিবনগর উপজেলার অতিরিক্ত দায়িত্ব থাকা কৃষি অফিসার আলমগীর হোসেন জানান, সবার সাথে আলোচনা করা হয়েছে যেহেতু প্রতিমন্ত্রী মহোদয় থাকবেন বড় প্রোগ্রাম খরচ অনেক বেশি তাই একদিনে শেষ করা হয়েছে।
মেলা বন্ধের জন্য প্রকল্প পরিচালকের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। অথচ মেলায় ডেকোরেশনকারী ডেকোরেটরের মালিক শাহিন আলী বলেন, আমার

সাথে কৃষি অফিসারের একদিনের চুক্তি ছিল। তাই উদ্বোধনের দিনই সব ভেঙে ফেলা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কৃষি অফিসের এক উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা বলেন, উর্ধতন কতৃপক্ষের নিদের্শেই মেলা বন্ধ করা হয়েছে।

কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের পরিচালক মোখলেছুর রহমান মোবাইল ফোনে জানান, মেলা তো তিনদিন হওয়ার কথা। সময়ের আগের মেলা বন্ধ হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তারপরও আমি উপজেলা কৃষি অফিসারের সাথে কথা বলে বিষয়টি দেখছি।

গাংনীতে কীটনাশক পানে যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টা

মেহেরপুরের গাংনীতে প্রেমিকার সাথে পরিবারের লোকজন সম্পর্ক মেনে না নেয়ায় অভিমান করে কীটনাশক পান করে স্বপন (২২)। নামের এক যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যার্থ হয়েছে।

সোমবার সকালে সে ভুট্টা ক্ষেতে দেয়া কীটনাশক পান করে সে। পরিবারের লোকজন টের পেয়ে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। ওই যুবক মেহেরপুরের গাংনীর রুয়েরকান্দি গ্রামের মালেশিয়া প্রবাসী শহিদুল ইসলামের ছেলে ও গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র।

স্বপনের নানী জরিনা খাতুন জানান, স্বপন তার সহপাঠি প্রতিবেশী সাহেব আলীর মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌসের সাথে প্রেমজ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। প্রায় দু’বছর যাবত উভয়ের মাঝে মন দেয়া নেয়ার বিষয়টি স্বপনের পরিবারের লোকজন জেনে যায়। এনিয়ে প্রেমিকার পরিবারের সাথে বেশ কয়েকবার দ্বন্দ্বও হয়। কয়েকদিন আগে স্বপন তার পরিবারের কাছে প্রেমিকার সাথে বিয়ের দাবী তোলা।

এ দাবী প্রত্যাক্ষান করায় অভিমানে আত্মহত্যার জন্য কীটনাশক পান করে স্বপন। কীটনাশক পান করার পর মোবাইল ফোনে স্বপন তার পিতা শহীদুল ইসলামকে কীটনাশক পান করার বিষয়টি জানালে শহীদুল ইসলাম

বাড়িতে জানায়। পরিবারের লোকজন স্বপনকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার পর স্বপন আশংকামুক্ত বলে জানিয়েছেন জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবির হাসান।

মেহেরপুরে মরহুম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের জন্মবার্ষিকী পালন

শান্তির জন্য পরিবর্তন,পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পার্টি এই স্লোগানে জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এর ৯৩ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে আহ্বায়ক কমিটির আয়োজনে এ কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা জাতীয় পার্টির যুগ্ন আহ্বায়ক কেতাব আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল হামিদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য বাবলু বিশ্বাস, কুতুব উদ্দিন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন,জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য মামলত হোসেন, নজরুল ইসলাম, জান মোহাম্মদ মিন্টু, ইকবাল হোসেন, সেলিম রেজা প্রমুখ।

মুজিবনগরে কৃষক সমাবেশে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকার কৃষিবান্ধব সরকার। যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় থাকে তখন কৃষকদের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়, আকাশ থেকে কালো মেঘ দূর হয়ে যায়, কৃষকরা স্বস্তি পায় কারণ তারা জানে তারা সার পাবে তেল পাবে উন্নত মানের বীজ পাবে। তিনি মাঠের পরে মাঠ রাস্তা করে দিয়েছেন। তিনি জানেন কৃষক ভালো থাকলে দেশের মানুষ ভালো থাকবে দেশ ভালো থাকবে।

আজ আমরা সেই দুর্বিসহ দিনের কথা ভুলে গেছি।২০০৮ সালের আগে দেশে সারের যে অব্যবস্থাপনা ছিলো। কৃষকরা ঠিক মত সার পাচ্ছিলেন না, ৬০ টাকা কেজি ইউরিয়া সার কিনেছেন। এমওপি পাওয়া যাচ্ছিলো না। ৯০ টাকা কেজি দরে এমওপি কিনতে হতো।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশ কৃষিতে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকার কৃষি বান্ধব সরকার।আজ সারা বাংলাদেশে পরিবর্তন ঘটে গেছে।

২০০১ থেকে ২০০৬ সালে বিঘাপ্রতি থেকে ৭ মনের বেশি ধান পাওয়া যেতনা। আজকে উন্নত মাধ্যমে ৩০ মন পর্যন্ত ধান পাওয়া যাচ্ছে। আজ গ্রাম শহরে পরিণত হয়েছে। গ্রামে বসেই মানুষ শহরের সকল সুবিধা পাচ্ছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কারণে কৃষি ফসল মাঠ থেকে ট্রাকে করে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো যায়। এর ফলে কৃষিতে ব্যাপক বিপ্লব ঘটেছে। দেশে আইনশৃঙ্খলার উন্নয়ন কারণে কৃষকের মাঠে পড়ে থাকা কৃষি যন্ত্রপাতি নিরাপদে থাকে।

রবিবার বিকালে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স অডিটোরিয়ামে মুজিবনগর কৃষকলীগ এর আয়োজনে কৃষক সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও মেহেরপুর এক আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন।

কৃষক সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজীবের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিকের সঞ্চালনায় সমাবেশর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ১

আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন। কৃষক সমাবেশের উদ্বোধক ছিলেন, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব উল আলম শান্তি। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এড: আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল ইসলাম পানু, বাংলাদেশ কৃষক লীগের কৃষিবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কৃষক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্নসম্পাদক এড: ইব্রাহিম শাহীন, মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমান হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

কৃষক সমাবেশে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ যুব মহিলা লীগ, ছাত্রলীগ সহ উপজেলা কৃষক লীগ এবং ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কৃষক লীগের নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্হিত ছিলেন।

গাংনীর তেঁতুলবাড়িয়া থেকে সুদ ব্যবসায়ী হাতেম আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে হাতেম আলি নামের এক সুদ কারাবারিকে আটক করেছে পুলিশ।

রবিবার বিকেল ৫ টার সময় গাংনী থানা পুলিশের তদন্ত কর্মকর্তা মনোজ কুমারের নেতৃত্বে এস আই আশিকুর রহমান, এস আই মাসুদ, এ এস আই জাহিদ সঙ্গীয় ফোর্স সহ অভিযান পরিচালনা করেন। সুদ কারবারি হাতেম আলি ঐ গ্রামের মৃত হারেজ উদ্দিনের ছেলে।

এ সময় হাতেম আলির বসত বাড়ির নিজ কার্যালয়ে তল্লাশী চালিয়ে নগদ

দেড় লক্ষ টাকা, ৮টি সোনার চেইন, ১৪ জোড়া কানের দুল, ২টি লকেট, ২ আংটি, তামার উপর সোনার প্রলেপ দেওয়া ৬ টি হাতের বালা, স্বাক্ষরিত ফাঁকা নন জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্প ১২টি ও বিভিন্ন ব্যংকের স্বাক্ষরিত ৯টি ব্ল্যাংক চেক উদ্ধার করে পুলিশ।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুর রাজ্জাক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এক সুদ ব্যবসায়ীকে আটকের পর তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণ, সাদা স্ট্যাম্প ও ব্ল্যাংক চেক উদ্ধার করা হয়েছে। মামলা দায়ের এর পূর্বক আসামিকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে।

বামন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে নবীন ছাত্রীদের বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুরুতেই নবীন ছাত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ ও জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু করা হয়।

রবিবার (১৯ই মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বামন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবুল বাশারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বামন্দী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল।

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য বক্তব্য প্রদানের সময় চেয়ারম্যান ওবায়দুর রহমান কমল বলেন, একটা সময় আমাদের মেয়েরা অনেক পিছিয়ে ছিলো কিন্তু আজ পুরুষের পাশাপাশি নারীরা অনেক এগিয়ে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা নারীদের আত্নমর্যাদা অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। তাই আমাদের আজকের এই মেয়েরা আগামী দিনের ভবিষ্যত; প্রত্যাককে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। স্বাধীনতার ইতিহাস সম্পর্কে অবগত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়

উজ্জীবিত হতে হবে। দেশ ও জাতির কল্যানে বামন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা রাখবে সেটাই আমার প্রত্যাশা।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বামন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আব্দুর রহিম খান। এসময় বিদ্যালয়টির শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিতি ছিলেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন গণমানুষের পত্রিকা হয়ে উঠেছে

দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার পঞ্চম বর্ষপূর্তি ও অর্ধযুগে পদার্পণ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, কেক কাটা ও শুভেচ্ছা বিনিময়সহ দিনব্যাপী নানা আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (১৮ই মার্চ) সকাল ১০টায় মেহেরপুর পৌর শহরের কমিউনিটি সেন্টার থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। পরে শোভাযাত্রাটি বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালায়ে এসে শেষ হয়।

এরপর মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে কেক কাটা ও কয়েক পর্বের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার ব্যবস্হাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা, আনিশা গ্রুপের চেয়ারম্যান, মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন এবং মেহেরপুর

প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন।

বিভিন্ন পর্বের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম, জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা) আব্দুল মালেক, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা বিএনপির সহসভাপতি আব্দুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সম্পাদক আব্দুর রহিম, গাংনী সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আজিম, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতু, ছহিউদ্দীন ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফররুখ আহমদ উজ্জ্বল, গাংনী সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও গাংনী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রমজান আলী, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিকজন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু, স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন সহ প্রমুখ।

শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের সময় মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন বলেন, শত সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত মেহেরপুর প্রতিদিন বের হচ্ছে। দৈনিক সকালে পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া একটা যুদ্ধ। এই যুদ্ধ অতীতের মতো ভবিষ্যতেও আমারা জয় করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন বলেন, মেহেরপুরের মানুষের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মেহেরপুর প্রতিদিনের জন্ম। অনেক চড়াই উৎড়ায় পেরিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন আজকের অবস্থানে। মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে যাবে বহুদূরে সেই কামনা করি।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালাম বলেন, মেহেরপুরে পূর্ববর্তী সময়ে অনেক পত্রিকা বের হয়েছিল কিন্তু বেশিদিন স্থায়ীত্ব পায়নি। তবে এই মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা হাটিহাটি পাপা করে আজ ৬ বছরে পদার্পন করেছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

সন্ধ্যায় শুভেচ্ছা জানাতে এসে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন গণমানুষের কথা বলে, যার ফলে পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। গণমানুষের কথা বলতে গিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলার শিকার হয়েছে। মেহেরপুরের মত পশ্চাৎপদ জেলা থেকে একটি দৈনিক নিয়মিত প্রকাশ করা অনেক কঠিন একটি কাজ। মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক, সম্পাদকসহ ব্যবস্থাপনা বোর্ডের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এটি সম্ভব হচ্ছে। পত্রিকাটি তার নীতিতে অবিচল থেকে গণমানুষের কাগজে পরিণত হবে এই প্রত্যাশা করি।

বিভিন্ন সময় শুভেচ্ছা বিনিময় করেন অথিথিরা। অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন (বীর মুক্তিযোদ্ধা) আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকা সবসময় গণমানুষের পক্ষে কথা বলবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা করি।
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন সমাজের নানা অসংগতি তুলে ধরে সংবাদ প্রকাশ করে আসছে যার ফলে পাঠকের রাস্তার কাগজে পরিণত হয়েছে। তাদের এই

ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সমাজের নানা সমস্যা তুলে ধরবে এই প্রত্যাশা করি।

গাংনী সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম বলেন, একসময় আমাদের স্হানীয় সংবাদ গুলো প্রকাশ করার মতো কোন পত্রিকা ছিলোনা কিন্তু আজ মেহেরপুর প্রতিদিন রয়েছে এবং সবসময় বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করছে। এটা আমাদের জন্য গর্বেরও বটে।

ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আজিম বলেন, আজকে মেহেরপুর প্রতিদিন আগামীর পথে নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করবে সেটাই আমার কামনা।

মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সিনিয়র সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম বলেন, মেহেরপুর প্রতিদিন সংবাদপত্রে যেভাবে লেখা হচ্ছে তা মহাকালের কাছে লেখনীর মানদণ্ডে হয়তো ইতিহাস সৃষ্টি করবে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধূমকেতু বলেন, শুধু মেহেরপুর জেলা নয় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ১০টি জেলায় মেহেরপুর প্রতিদিনের অসংখ্য দর্শক সৃষ্টি হয়েছে। মেহেরপুর প্রতিদিনের জন্ম হয়েছে গৌরবতম স্থানে তাই এটি সারাদেশে গৌরবের জায়গায় স্থান করে নেবে।

বিশিষ্ট সাংস্কৃতিকজন শামীম জাহাঙ্গীর সেন্টু বলেন, আজকের

মেহেরপুর প্রতিদিন অর্ধযুগে পদার্পন করলো। যুগ যুগ ধরে মেহেরপুর প্রতিদিন পাঠকদের সঠিক সংবাদ উপহার দিবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

গাংনী সরকারি মহিলা ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও গাংনী প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি রমজান আলী বলেন, আমি শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংবাদিকতা করি। সেই ধারাবাহিকতায় আমি শেখার জন্য নিয়মিত মেহেরপুর প্রতিদিন পড়ি।

গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে এনটিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি রেজ আনাউল বাসার তাপস, মোহনা টিভি প্রতিনিধি ফারুক হোসেন, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেল, গাংনী প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম, লাখোকণ্ঠ প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান শেরখান, আমাদের অর্থনীতির প্রতিনিধি মাসুদ রানা, সমাজের কথার প্রতিনিধি সোমেল রানা, মুহাম্মদ মহসীন, বাংলা টিভির প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, আজকালের খবরের প্রতিনিধি কামরুল ইসলাম, ডালিম সানোয়ার, ওবায়দুল্লাহ সাদিক, আবু রায়হান নিরব, নাসিম হাসান, আসিফ ইকবাল শুভ, এস এম তারেক সহ অনেকেই।

মেহেরপুরস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন মেলা

স্মৃতির টানে এসো মিলি প্রাণের বন্ধনে এই স্লোগানে মেহেরপুরস্থ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মিলন মেলা ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনাতনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার মেহেরপুরের আয়োজনে এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক সচিব মোহাম্মদ আলকামা সিদ্দিকী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, জেলা প্রশাসক ড. মনসুর আলম খান, কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য এম এ এস ইমন, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক খালেদুজ্জামান জুয়েল, জেলা পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্রের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন প্রমুখ।